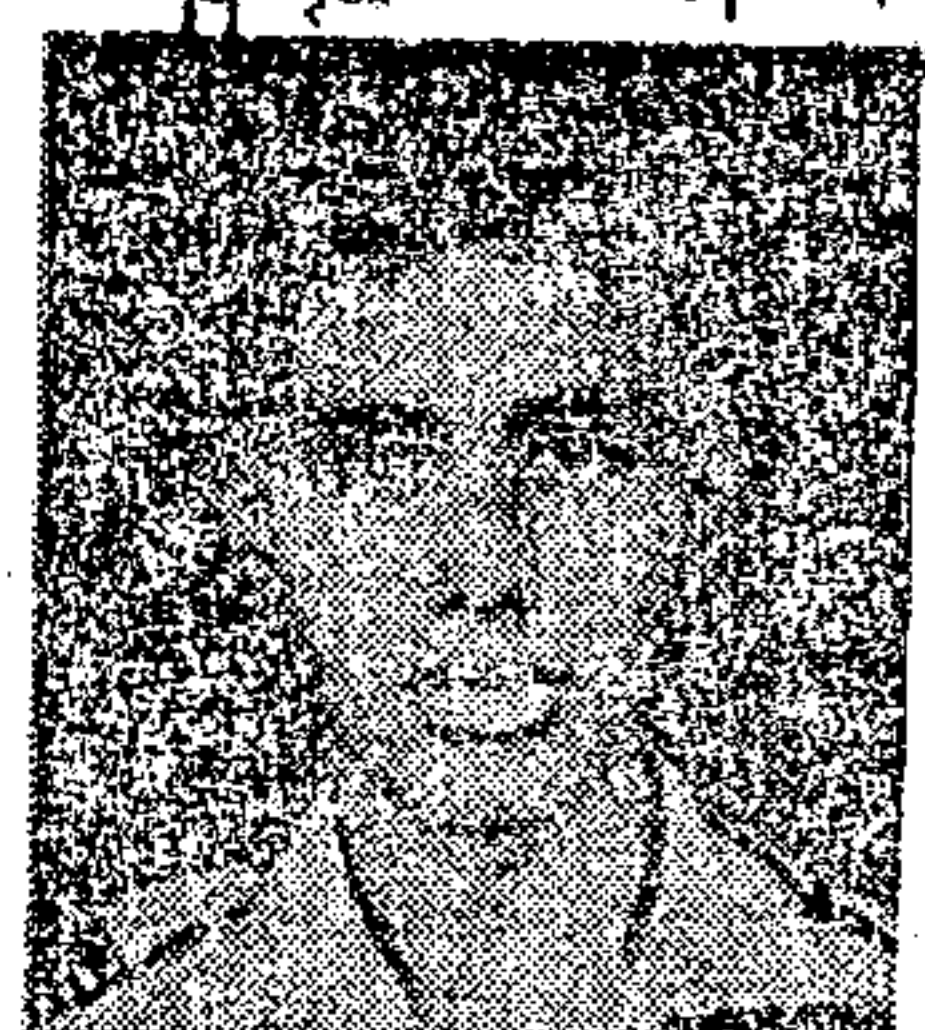
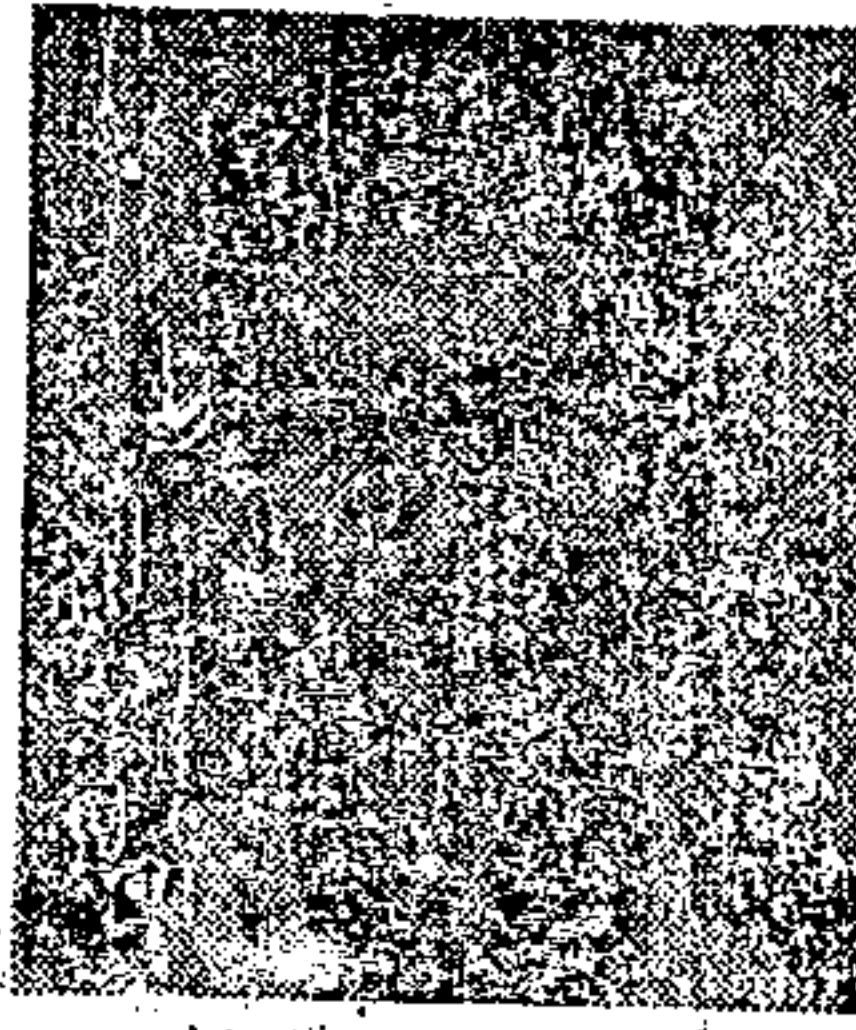
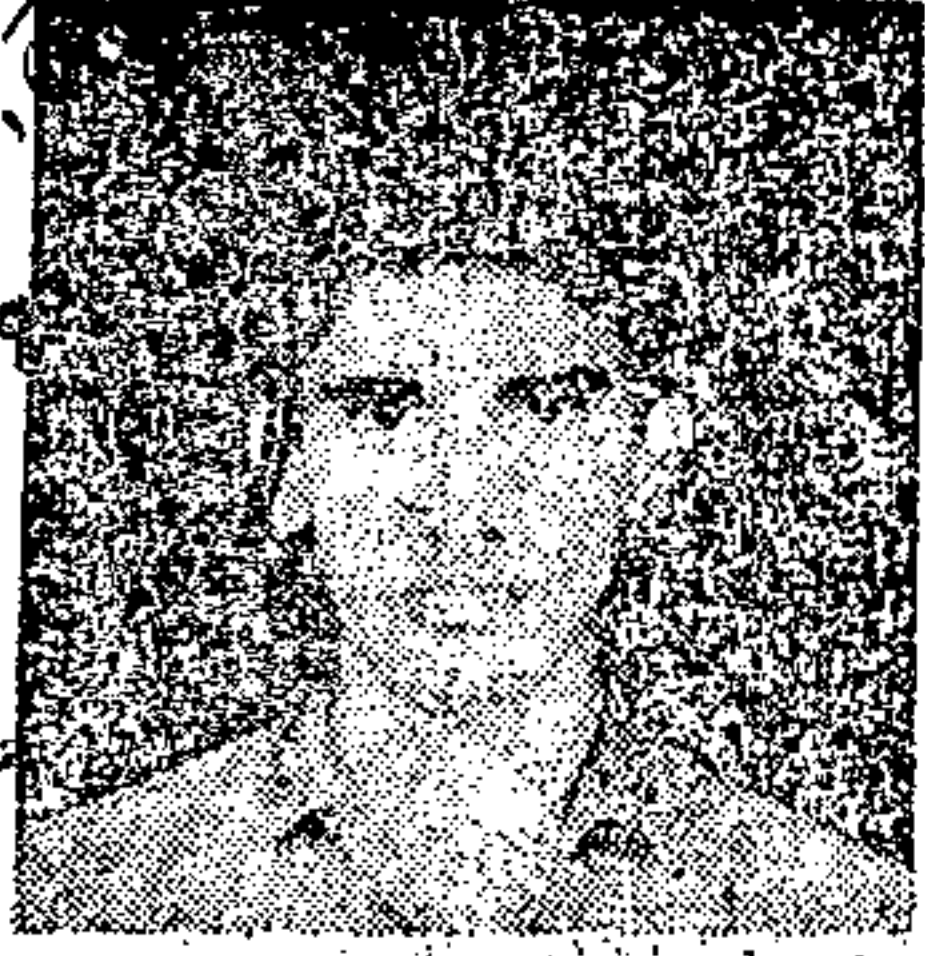
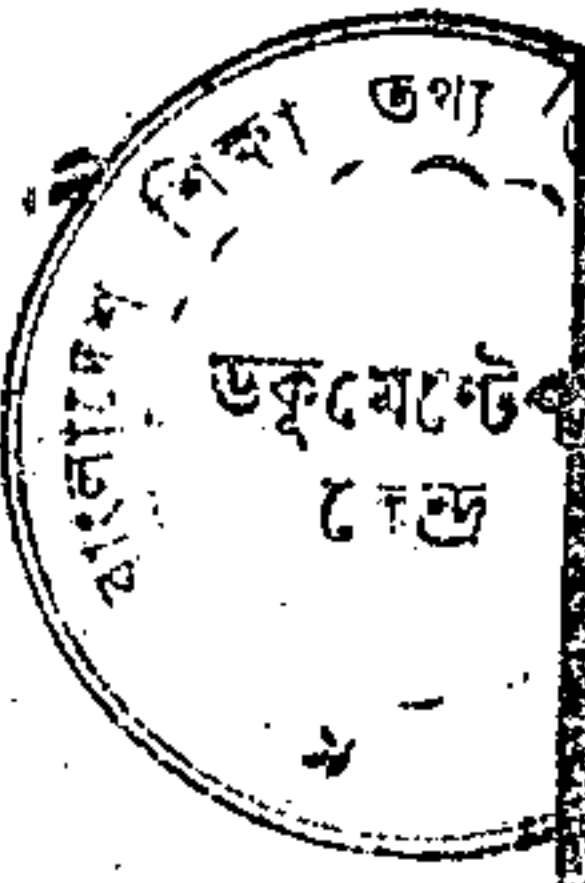




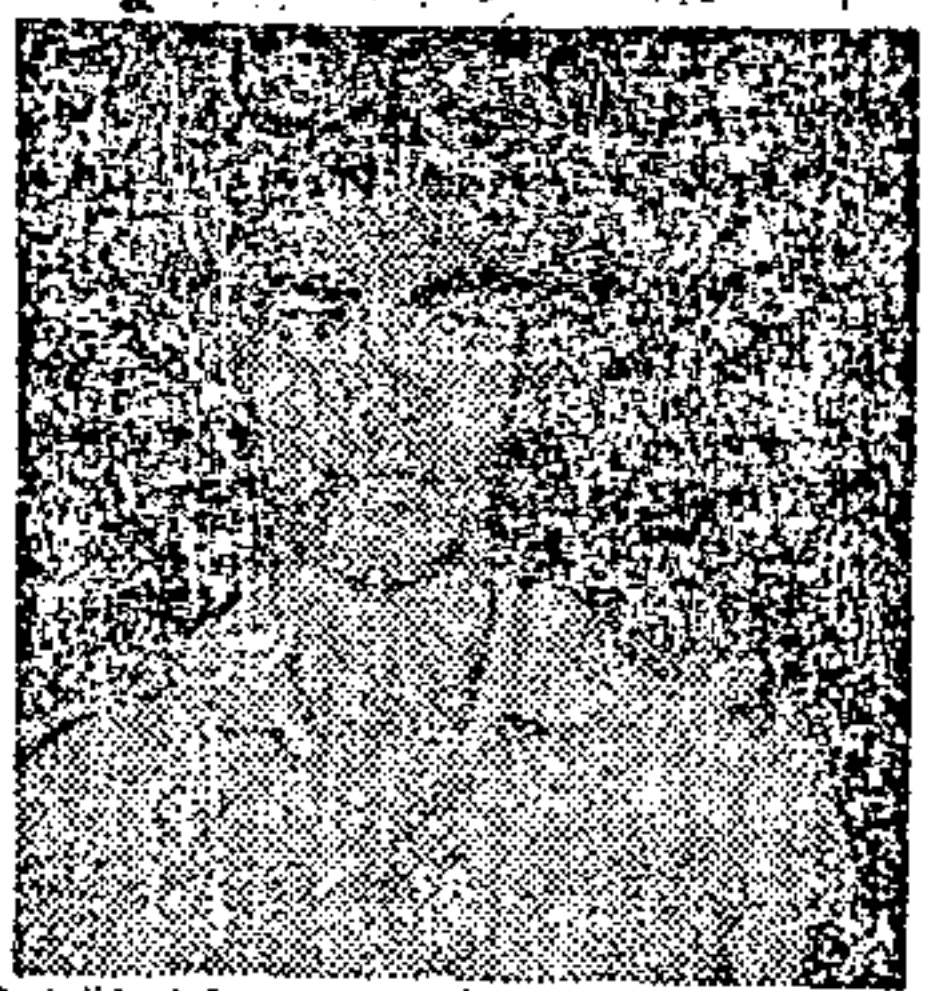
**শামসুল আরেফিন ঢাকা বোর্ডে
বাণিজ্যে তৃতীয়**

মোহাম্মদ শামসুল আরেফিন এয়ার এইচএসসি পরীক্ষায় বাণিজ্যিক বিভাগে সর্বমোট ৭৫০ নম্বর পাইয়া ঢাকা বোর্ডে তৃতীয় স্থান করিয়াছে। এসএসসি পরীক্ষায়ও সে চারটি লেটারসহ টার মার্ক পাইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তাহার পিতা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী বাংলাদেশ সুগার এ্যান্ড কুড ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের একজন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র পার্চেস অফিসার।



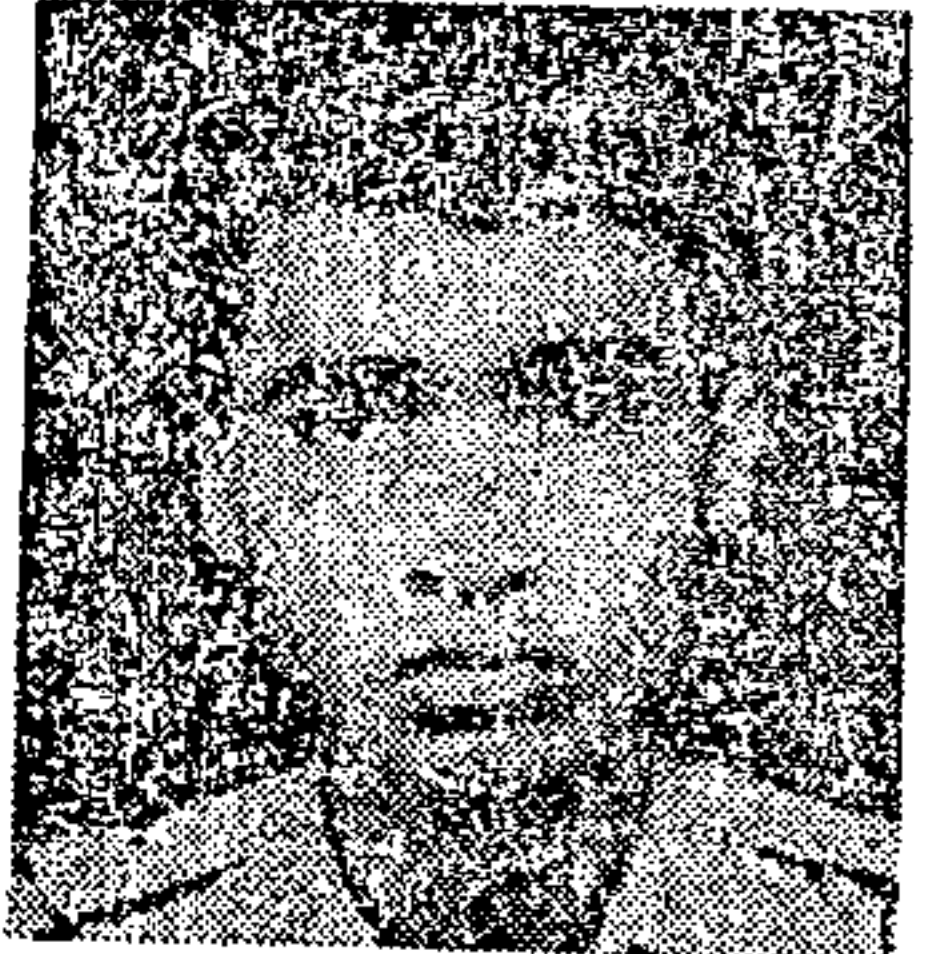
**যশোর বোর্ডে
৭ম**

খানাইদহ সংবাদদাতা : যশোর বোর্ডে ১৯৮৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৭ম স্থান অধিকার করিয়াছে খানাইদহ ক্যাডেট কলেজের মোঃ আহিদুল ইসলাম (রোল-১৪)। সে গণিত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন ও প্রকৌশল অংকনে লেটারসহ মোট ৮৭৩ নম্বর পাইয়াছে। তাহার পিতা সৈয়দ আবদুল ওহাব খুলনার হাজী ইসমাইল রোডের বাসিন্দা। পেশায় একজন কৃষিকর্মী। আহিদের শখ খেলাধুলা।



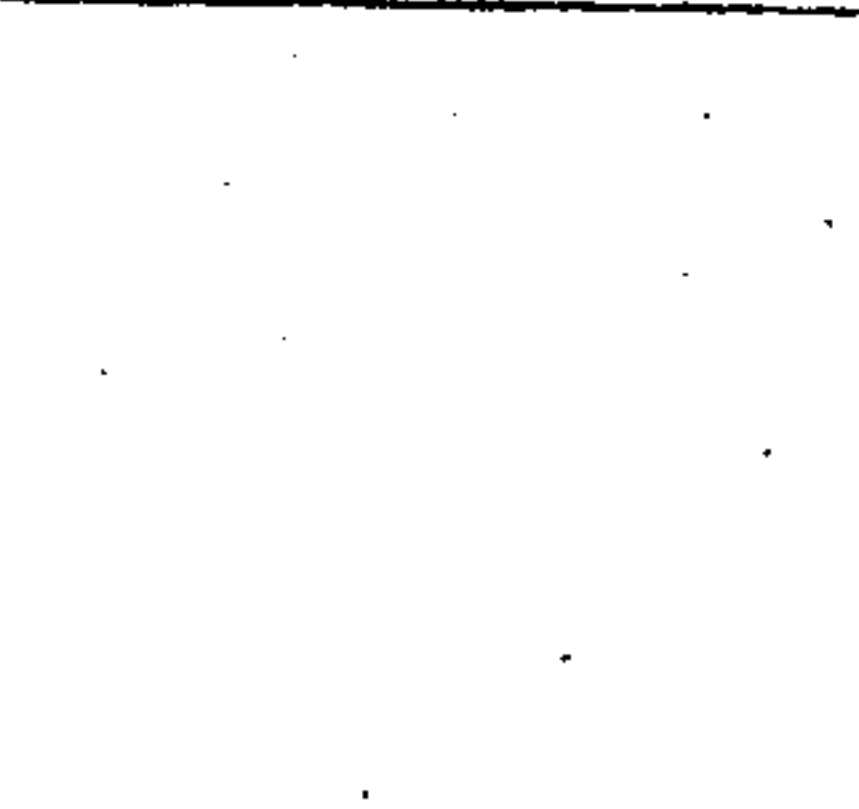
**যশোর বোর্ডে
৫ম**

খানাইদহ সংবাদদাতা : যশোর বোর্ডে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় (১৯৮৮) সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৫ম স্থান অধিকার করিয়াছে খানাইদহ ক্যাডেট কলেজের ক্যাডেট হাসান মাহমুদ রেজা (রোল ১৯)। সে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীব বিজ্ঞানে লেটারসহ মোট ৮৮৮ নম্বর পাইয়াছে। তাহার পিতা মোঃ আবদুল বারী যশোরের বারীনগর বাজারের একজন ব্যবসায়ী। মাহমুদের শখ ছবি তোলা।



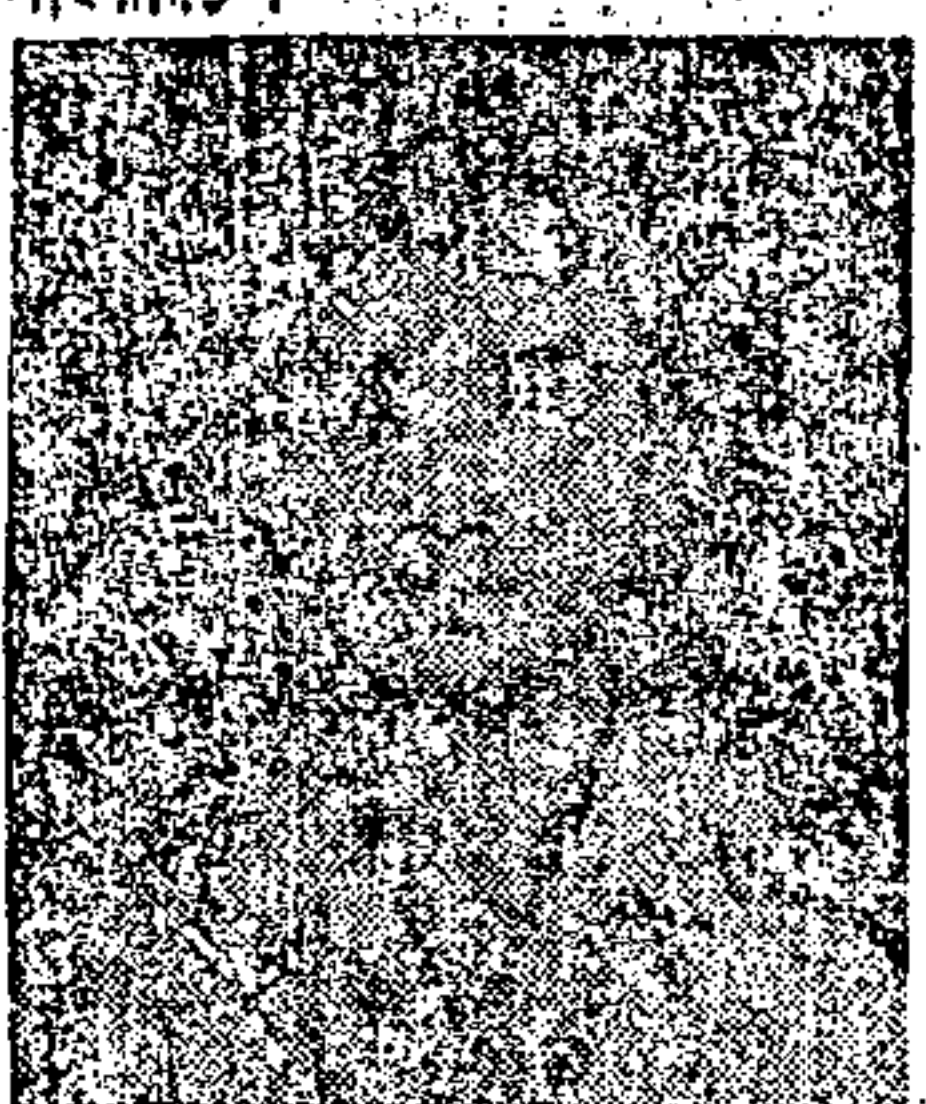
**গীতি চিকিৎসাবিদ
হইতে চায়**

আদিবা আব্দুল গীতি ১৯৮৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজশাহী সরকারী কলেজ হইতে, রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৬তম স্থান অধিকার করিয়াছে। গীতি ইতিপূর্বে একই বোর্ডের অধীনে ১৯৮৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৭তম স্থান অধিকার করিয়াছিল। গীতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক জাফর রেজা খান ও রাজশাহী নিউ ডিগ্রী সরকারী কলেজের বাংলা বিভাগের সহ-দায়ী অধ্যাপক আকতার বানুর কন্যা। গীতি চিকিৎসাবিদ হইয়া আর্ন্ত মানবতার সেবা করিতে চায়। সে দেশ ভ্রমণ করিতে ভালবাসে। ইতিমধ্যে সে যুক্তরাজ্য, কানাডা ও ভারতসহ অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছে।



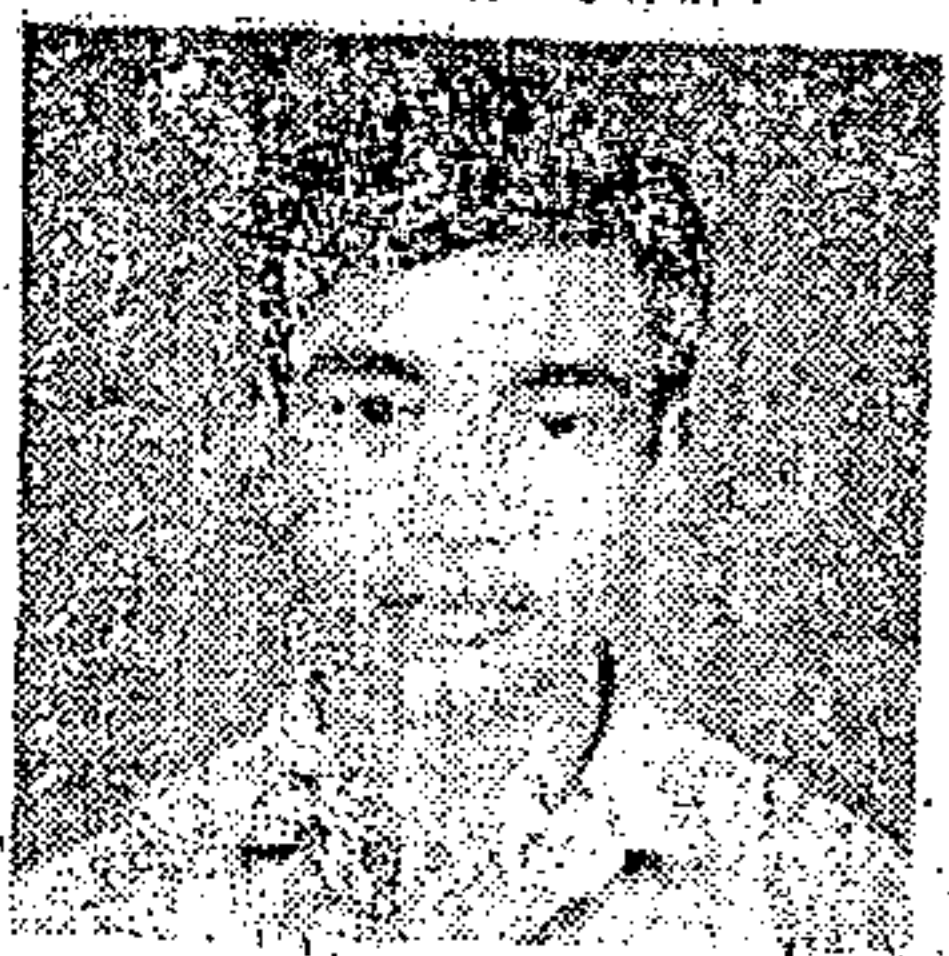
**যশোর বোর্ডে
১৯তম**

বরিশাল প্রতিনিধির বখর : বরিশাল ক্যাডেট কলেজের রেজাউল মজিদ যশোর বোর্ডের এইচ এস সি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৯তম স্থান দখল করিয়াছে। সে গণিত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন ও প্রকৌশলী অংকন বিষয়ে লেটার মার্কসহ মোট ৮৩৬ নম্বর পাইয়াছে।



**যশোর বোর্ডে
একাদশ**

খানাইদহ সংবাদদাতা : যশোর বোর্ডে ৮৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় একাদশ স্থান অধিকার করিয়াছে খানাইদহ ক্যাডেট কলেজের খান অহেদুজ্জামান (রোল-৩১)। সে গণিত, পদার্থ, রসায়ন ও প্রকৌশল অংকনে লেটারসহ মোট ৮৬০ নম্বর পাইয়াছে। সে খুলনা জেলার মৈনাখুনি গ্রামের ব্যবসায়ী খান আতিয়ার রহমানের পুত্র। অহেদুজ্জামানের শখ গান শোনা।



**তারিক কম্পিউটার প্রকৌশলী
হইতে চায়**

বরিশাল প্রতিনিধি : যশোর বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় বরিশাল ক্যাডেট কলেজের তারিকুল ইসলাম অষ্টম স্থান অধিকার করিয়াছে। সে এস এসসি পরীক্ষায়ও একই ক্যাডেট কলেজ হইতে সম্মিলিত মেধা তালিকায় অষ্টম হইয়াছিল। ৪টি বিষয়ে লেটার মার্কসহ সে সর্বমোট ৮৬৭ নম্বর পাইয়াছে। বিষয়গুলি হইতেছে: গণিত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন ও প্রকৌশলী অংকন। তারিক কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হইতে চায়। সে শহরের লক প্রতিষ্ঠিত আইন-কীলী মোসলেম আলী ছা ওলাদারের

**মোস্তাফিজ প্রকৌশলী
হইতে চায়**

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)
ঢাকা কলেজের ছাত্র মোস্তাফিজুর রহমান ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৪তম স্থান অধিকার করিয়াছে। ৪ বিষয়ে লেটারসহ তাহার প্রাপ্ত নম্বর ৮৯৫। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তরের সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী হাসিবুর রহমানের পুত্র মোস্তাফিজ প্রকৌশলী হইতে চায়।

